website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯

তারিখঃ ২৬ এপ্রিল ২০২১ / ১৩ বৈশাখ ১৪২৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

দেশে চলমান করোনাভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমের আওতায় বিশেষ CSR কার্যক্রম পরিচালনা প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

সম্প্রতি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনাভাইরাস সংক্রমণের হার পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে দারিদ্রহার বৃদ্ধির ফলে বিপদগ্রস্ত, কর্মহীন দরিদ্র, ছিন্নমূল, দুঃস্থ, অসহায় জনগোষ্ঠীর নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং কর্মহীন মানুষের জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনের উদ্দেশ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ২০২১ সালের CSR বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দের মাধ্যমে বিশেষ CSR কার্যক্রম পরিচালনার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

২। বিশেষ CSR কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ ২০২০ সালের নিরীক্ষিত (হিসাব বিবরণী চূড়ান্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে অনিরীক্ষিত) হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ নিট মুনাফা অর্জন করেছে তার ১ (এক) শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ ২০২১ সালের CSR খাতের বাজেটে ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত হিসেবে বরাদ্দ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্ব স্ব পরিচালনা পর্ষদ হতে ঘটনোত্তর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত অর্থ জুন ২০২১ মাসের মধ্যে অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে CSR হিসেবে ব্যয় করতে হবে। CSR খাতে বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত অর্থ স্থানান্তর নিশ্চিত করে তা ১৫ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করতে হবে।

৩। অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ২০২২ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ০৩ বছরে CSR খাতে বরাদ্দ/ব্যয়িত অর্থের সাথে সমন্বয় করা যাবে।

৪। বিশেষ CSR বাজেট হতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং কর্মহীন মানুষের জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজের নিম্নোক্ত অংশের জন্য ব্যয় করতে হবেঃ

ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের বস্তিবাসী, ছিন্নমূল এবং করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়া ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য;

খ) বিভিন্ন জেলার হতদরিদ্র, সাময়িক কর্মহীন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা করোনাভাইরাসজনিত রোগ বিস্তারের কারণে স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

চলমান পাতা/২

পূর্ব পষ্ঠার পর

৫। বিশেষ CSR খাতে বরাদ্দের ৫০ শতাংশ অর্থ সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যয় করতে হবে। উক্ত অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তা যাতে কোন বিশেষ এলাকায় কেন্দ্রীভুত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৬। ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সহায়তায় অথবা শীর্ষ পর্যায়ের এনজিও/এমএফআইসমূহের মাধ্যমে অথবা উভয় প্রকারে প্রস্তাবিত বিশেষ CSR কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এতদ্‌বিষয়ে পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। জেলা প্রশাসকের সহায়তায় আলোচ্য CSR কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের অনুকূলে পরিচালিত হিসাব এবং এনজিও/এমএফআই'র মাধ্যমে পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও/এমএফআই'র নামে রক্ষিত হিসাবে টাকা জমা/স্থানান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ, উপকারভোগীর সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নের নামসহ বিস্তারিত তথ্যাদি ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। বিশেষ CSR এর আওতায় বর্ণিত কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) সমন্বয়ক ও সহায়তাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও শীর্ষ পর্যায়ের এনজিও/এমএফআইসমূহের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবিবি'র সহায়তা গ্রহণ করবে এবং এবিবি সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৮। বর্ণিত বিশেষ CSR সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে এতদসংক্রান্ত বাস্তাবায়ন প্রতিবেদন আগামী ৩০ জুলাই ২০২১ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দাখিল করতে হবে।

এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২